চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৯.০২.২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাসযোগ্য কারাগার নিশ্চিত করে বন্দিদের মানবিক জীবন নিশ্চিত করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

কারাগারে থাকা বন্দিদের মানবিক জীবন নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার জেল রোডস্থ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েদিদের মাঝে পোষাক, ঔষধসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ডেপুটি জেলার ইব্রাহীমের সঞ্চালনায় এবং সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কয়েদিদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে মেয়র বলেন, কারাগারে কয়েদিদের অতিরিক্ত চাপ। আমি দেখেছি প্রতিটি রুমে কয়েদিদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকে না। ৩০-৪০ জনের জায়গায় ১০০ জন রাখা হয়। এটা বড়ই অমানবিক। কয়েদিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকার জায়গা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, গায়েবী মামলায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের কারণে কারাগারের চাপ আরও বেড়ে যায় ফলে বন্দীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার সংকট সৃষ্টি হয়। কারাগারে কয়েদিদের তুলনায় বাথরুমের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এতে করে বন্দীদের নানা ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এটি অত্যন্ত অমানবিক অবস্থা। বন্দীদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা জরুরি।"কাসিমপুর কারাগারে আমি দেখেছি ফুটবল খেলার মাঠ আছে, কলা গাছ, কাঠাল গাছ আছে এগুলোর ফল কয়েদিরা খায়। চট্টগ্রামে কারাগার সুপ্রশস্ত না হওয়ায় আনোয়ারা, সীতাকুণ্ড বা মিরসরাইয়ের মতো এলাকায় কয়েদিদের জন্য খেলার মাঠ, বাগান ও পর্যাপ্ত মুক্ত জায়গা থাকবে এমন নতুন কারাগার গড়ে তোলার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক সহায়তার সম্পর্কে মেয়র বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে সবকিছু। কায়েদিদের জন্য একজন ডাক্তারের পাশাপাশি একজন সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এখানে আত্মহত্যার অনেক ঘটনা হয়েছে। যখন একজন কয়েদি এখানে ঢুকে সে যখন হয়তোবা দোষী না এতে করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কাজেই আমার মনে একজন সাইকোলজিস্ট থাকলে কয়েদিদের মানসিক সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে। কারাগারে মানসম্মত ওষুধের অভাব রয়েছে। আমি দেখেছি অনেক সময় এই নিম্নমানের ওষুধ ব্যবহারের কারণে রোগীরা সুস্থ হচ্ছে না বরং এলার্জির মত চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। সেজন্য মানসম্মত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।"আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রতিটি বন্দিকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা এবং মানবিক সেবা প্রদান করা, যাতে তারা সমাজে পুনরায় ফিরে এসে একটি সুন্দর জীবন শুরু করতে পারে। আমি মনে করি, কারাগারগুলোতে শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া খুব জরুরি এবং এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ, যেমন খেলাধুলার জায়গা, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং সুযোগ সুবিধা। "এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাসুদ হাসান জুয়েল, জিয়াউর রহমান জিয়া, আলাউদ্দিন আলী, আবুল বশর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের সাথে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পাদিলা কেইংলেট। বুধবার নগর ভবনে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও শিক্ষা খাতে ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। সভায় মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে ৩ টি ইপিজেড রয়েছে। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল সহজে পরিবহনের জন্য রয়েছে ১ টি সমুদ্র বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এশিয়ার দুই দেশ বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইনের মাঝে বিদ্যমান

সুসম্পর্ককে কাজে লাগালে দুটি দেশই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে লাভবান হতে পারে। ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে চট্টগ্রাম বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ফিলিপাইন এই সোনালী সুযোগকে কাজে লাগাতে চট্টগ্রামে বিনিয়োগ করলে বেশ লাভবান হবে।

জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন, ফিলিপাইনের ব্যবসায়ীদের এগ্রো বিজনেস, ফুড প্রসেসিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশে এই বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাই করতে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় হয়েছে। এছাড়া, ফিলিপাইনের আয়ের অন্যতম উৎস পর্যটন খাত। ফিলিপাইনের হোটেল এবং ট্যুরিজম এর অভিজ্ঞতাও বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে।

এ সময় মেয়র প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটির উপর ফিলিপাইনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা যায় কী না সে বিষয়ে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেন। এছাড়া, চসিকের ৫৬টি হেলথ সেন্টার ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ নার্স গড়ে তোলার বিষয়ে ফিলিপাইন ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মন্তব্য করেন।

এসময় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ফিলিপাইনের বাংলাদেশ দূতাবাসের ভাইস কনসাল লিন আর গুতেরেজ, ফিলিপাইনের অনারারি কনসাল জেনারেল আবদুল আউয়ালসহ সংস্থা দু'টির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন শিশু-কিশোরদের প্রতিভা ও মননশীলতা বিকশিত করে : ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর এম এ আজিজ জিমনেসিয়াম চত্বরে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন,"শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল বিকাশে চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা তাদের মেধা ও মননশীলতার জাগরণ ঘটায়, যা ভবিষ্যতে সৃজনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।"অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা কিসিঞ্জার চাকমা এবং শিক্ষা কর্মকর্তা রাশেদা আক্তার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোররা নান্দনিক চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল প্রতিভা তুলে ধরে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮